দৈনিক বাংলা

তারিখ 30 DEC 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

সিটের অভাব ঃ উন্নতমানের আরো কলেজ দরকার

নগরীর দশটি কলেজে ৪০ হাজার মেধাবী ছাত্রছাত্রী ভর্তির সুযোগ না পেয়ে ফিরে গেছেন

কামরুল হক তুহিন ঃ রাজধানীর দশটি কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছু ৪০ হাজারেরও বেশী মেধাবী ছাত্রছাত্রী এ বছর ভর্তির সুযোগ পাননি। এর মধ্যে শুধু ঢাকা কলেজ, নটরডেম কলেজ ও ঢাকা সিটি কলেজে ভর্তির জন্য দরখাস্তকারী প্রায় ২৯ হাজার ছাত্রকে কলেজের দোরগোড়া থেকে ফিরে যেতে হয়েছে।

প্রয়োজনীয় সীটের অভাবে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত এসব ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ ১৯৯১ সালের এসএসসি পরীক্ষায় স্টার মার্ক কিংবা তার চেয়েও অধিক নম্বর পেয়ে পাস করেছেন। অন্য দিকে মফস্বলের কলেজগুলি আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন দিয়ে এবং প্রচারপত্র বিলি করেও ছাত্র পাচ্ছে না।

অন্যান্য বছরের মত এবারও দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ড থেকে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সেরা ছাত্রছাত্রীরা মহানগরীর নামী কলেজগুলিতে ভর্তির জন্য ভিড় জমায়। প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ন্যূনতম যোগ্যতার ছাত্রছাত্রীরাও এসব কলেজে ভর্তির জন্য দরখাস্ত করেন। পাসের হার এ বছর ছিল বেশী। চারটি শিক্ষা বোর্ড থেকে তিন লক্ষ আট হাজার ৬৭৬ জন ছাত্রছাত্রী পাস করেছেন। এর মধ্যে শুধু প্রথম বিভাগেই উত্তীর্ণ হয়েছে ২৫ হাজার ১৭২ জন। আর এক লাখ ৩৭ হাজার ১০৭ জন দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেছেন। তাই কেবল নামী কলেজগুলিতেই নয়, ঢাকার অন্যান্য কলেজগুলিতেও ভর্তিচ্ছুদের সংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে বেশী। কিন্তু কোন কলেজেই ভর্তির আসন সংখ্যা বাড়ানো হয়নি।

বর্তমানে মহানগরীতে ৪৯টি কলেজ রয়েছে। এসব কলেজের মধ্যে ১১টি সরকারী এবং ৩৮টি বেসরকারী। ঢাকার নামী সরকারী বেসরকারী কলেজগুলিতে এ বছরও ভর্তির নিয়মকানুন ছিল বেশ কঠিন। এসএসসি পরীক্ষায় স্টার মার্ক না থাকলে কোন কোন কলেজে বিজ্ঞান বিভাগের প্রার্থীরা ভর্তির জন্য দরখাস্তই করতে পারেননি। তবে কিছু কলেজে

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

ছাত্রছাত্রী ভর্তির সুযোগ না পেয়ে ফিরে গেছেন

(প্রথম পৃঃ পর)

বাণিজ্য ও কলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের দরখাস্ত করার জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা ছিল দ্বিতীয় বিভাগে এসএসসি পাস। ভর্তির ক্ষেত্রে এসএসসি পরীক্ষার নম্বরের উপর গুরুত্ব দেয়ায় ন্যূনতম যোগ্যতার প্রার্থীরা নামী কলেজে ভর্তি হতে পারেননি। চার শিক্ষাবোর্ডের সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্তরা এ ক্ষেত্রেঅগ্রাধিকার পেয়েছেন।

মহানগরীর দশটি কলেজে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে, এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছু প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী ছিল ঢাকা সিটি কলেজে। এখানে এবার সীট ছিল ১১৮০টি। আর দরখাস্ত পড়েছিল মোট ১৩ হাজার ৯২৪।

এস এস সি পরীক্ষায় বিজ্ঞান ও বাণিজ্যে প্রথম বিভাগ প্রাপ্তরাই কেবল এই কলেজে উল্লিখিত বিভাগ দু'টিতে ভর্তির জন্য দরখাস্ত করার সুযোগ পেয়েছেন। তবে কলা বিভাগ থেকে পাঁচশ' নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণরাও সুযোগ পেয়েছেন ভর্তি পরীক্ষা দেবার।

নটরডেম কলেজে মোট ১২৪৫টি সীটের জন্য প্রার্থী ছিলেন প্রায় ১১ হাজার ১৫৫জন।

এ কলেজে ভর্তির জন্য বিজ্ঞান বিভাগে ন্যূনতম যোগ্যতা ছিল এসএসসিতে প্রম বিভাগ। আর কলা ও বাণিজ্যে দ্বিতীয় বিভাগ।

ঢাকা কলেজে এ বছর আসন সংখ্যা ছিল ১১৫০টি। এর বিপরীতে প্রার্থী ছিলেন আটহাজার৬১২জন।

ঢাকা কলেজে ভর্তির জন্য দরখাস্ত করার ন্যূনতম যোগ্যতা ছিল এসএসসিতে বিজ্ঞানে ৬৫০ নম্বর, বাণিজ্যে পাঁচ শ' নম্বর এবং কলা বিভাগ থেকে কমপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগ। তবে এসএসসি পরীক্ষায় চার শিক্ষা বোর্ডের প্রথম বিশ জন কোন ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াই এই কলেজে ভর্তির সুযোগপেয়েছেন।

হলিক্রস মহিলা কলেজে এবার প্রার্থী ছিলেন তিন হাজার ৭৭১ জন। চার শ' সীটের জন্য এরা প্রতিযোগিতা করেন।

এসএসসিতে বিজ্ঞানে প্রথম বিভাগ এবং কলায় দ্বিতীয় বিভাগপ্রাপ্ত ছাত্রীরা এ কলেজে ভর্তির জন্য দরখাস্ত করতে পেরেছেন।

তিতুমীর কলেজে মোট পাঁচ শ' সীটের জন্য তিন হাজার ৩৮০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। এ কলেজে ভর্তির জন্য দরখাস্ত করার ন্যূনতম যোগ্যতা ছিল এসএসসিতে বিজ্ঞানে প্রথম বিভাগ এবং কলা ও বাণিজ্যে দ্বিতীয় বিভাগ।

বেগম বদরুন্নেসা সরকারী কলেজে সীট ছিল ৭২০টি আর প্রার্থী ছিলেন এক হাজার ৫৬৫জন। ঢাকার বাইরে থেকে আসা বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রীদের জন্য দরখাস্তের ন্যূনতম যোগ্যতা ছিল এসএসসি পরীক্ষায় কমপক্ষে ৭৫০ নম্বর আর মহানগরীর ছাত্রীদের জন্য ৭০০ নম্বর। তবে বিজ্ঞান থেকে কলা বিভাগে ভর্তিচ্ছু ছাত্রীরা শুধু প্রথম বিভাগে এসএসসি পাস হলেই দরখাস্ত করতে পেরেছেন। [illegible] এসএসসিতে কলা বিভাগে ৫০০ নম্বর প্রাপ্তদের ঐ বিভাগে ভর্তির জন্য দরখাস্ত করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। এই কলেজে এ বছর কোন ভর্তি পরীক্ষা হয়নি। তাই নম্বরের ক্রমানুসারে আসন সংখ্যা অনুযায়ী ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে।

ভিখারুন্নেসা কলেজে ২৭০টি সীটের বিপরীতে এক হাজার ৪৭৫ জন ছাত্রী ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতা করেন। এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞানে ৬৫০ এবং কলা বিভাগে ৫২০ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রীরাই কেবল এ কলেজে ভর্তির জন্য দরখাস্ত করতে পেরেছেন।

ইডেন মহিলা কলেজে এ বছর তুলনামূলকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল কম। মোট ৪৫০টি সীটের বিপরীতে এ কলেজে প্রার্থী ছিলেন৮১২ জন।

এসএসসিতে বিজ্ঞানে কমপক্ষে সাতশ' নম্বর এবং বাণিজ্য ও কলায় ৫৫০ নম্বর পাওয়া ছাত্রীরা এ কলেজে ভর্তির দরখাস্ত করারসুযোগপেয়েছেন।

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে এবার সিট ছিল ১৫০টি। এর মধ্যে ৭২টি আবাসিক ছাত্রদের জন্য নির্ধারিত ছিল। বাকী ৭৮টি ছিল বহিরাগত ছাত্রদের জন্য। বহিরাগত ছাত্রদের জন্য উল্লিখিত সংখ্যক সিটের বিপরীতে দরখাস্ত পড়ে প্রায় ৭৫০টি।

এসএসসিতে বিজ্ঞান থেকে সাতশ' নম্বর এবং কলা বিভাগ থেকে পাঁচশ' নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্ররাই কেবল ভর্তি পরীক্ষা দিতেপেরেছেন।

ঢাকা সরকারী বাণিজ্য কলেজে মোট সিট ছিল২৪০টি। আর এর বিপরীতে প্রার্থী ছিলেন প্রায় সাতশ'। এসএসসি পরীক্ষায় বাণিজ্য বিভাগে কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ছাত্ররা এই কলেজে ভর্তির জন্য দরখাস্তকরতেপেরেছেন।

অধ্যক্ষরা কি বলেন

মহানগরীর বিভিন্ন কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তির সংকট সম্পর্কে আমরা কথা বলেছি ঢাকার চারটি নামী কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে। তারা সবাই সংকট নিরসনের জন্য ঢাকায় অধিক সংখ্যক ভাল কলেজ স্থাপনের উপর জোর দেন। পাশাপাশি বিভাগীয় ও জেলা সদরে মানসম্পন্ন কলেজ স্থাপনের সুপারিশ করেন।

ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ নাজির উদ্দিন আহমেদ বলেন, চার শিক্ষা বোর্ডের প্রায় সব সেরা ছাত্রদের ধারণা ঢাকা কলেজ কিংবা রাজধানীর অন্য নামী কলেজগুলিতে ভর্তি হলেই ভাল রেজাল্ট করা যাবে। এ ধারণার পেছনে কারণও আছে। প্রতি বছর ঢাকা কলেজসহ আরও দু'একটি নামী কলেজের ছাত্ররা এইচএসসি পরীক্ষায় মেধা তালিকার শীর্ষে স্থান করে নেয়।

নটরডেম কলেজের অধ্যক্ষ ফাদার জে এস পিশাতো বলেন, ছাত্র রাজনীতি না থাকা এবং প্রতি বছর এইচএসসি পরীক্ষায় খুব ভালো রেজাল্টই হয়তো তার কলেজে এত অধিক সংখ্যক ছাত্রকে টেনে আনছে। কিন্তু আসন সংখ্যা সীমিত হওয়ায় সবাই এ কলেজে ভর্তি হতে পারেন না।

বেগম বদরুন্নেসা সরকারী কলেজের অধ্যক্ষা রোকেয়া সুলতানার মতে তার কলেজে যারা ভর্তির জন্য দরখাস্ত করেন তাদের সবাই ভর্তির যোগ্য। কিন্তু আসন সংখ্যা নির্ধারিত বলে প্রতি বছর অসংখ্য ছাত্রী ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। অনেক সময় দেখা যায় একটি মাত্র নম্বর কিংবা তার চেয়েও [illegible] ক ছাত্রীকে কলে[illegible] যেতে হয়। এ[illegible] লাগে। কিন্তু কোন [illegible] থাকে না।

ইডেন মহিলা [illegible] জাহানারা হক মনে ক[illegible] সমস্যা দূর করার জ[illegible] আরও দু'টি মানসম্পন্ন [illegible] কলেজ হওয়া প্রয়োজন। [illegible] লেখাপড়ার জন্য শুধু ঢাক[illegible] ঝোঁকও কমানো উচিত।